বণিক বার্তা
26 FEB 2026

সচিবালয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি পর্যালোচনা করছে সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে স্বাক্ষর করা পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তি বর্তমানে পর্যালোচনা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য, শিল্প এবং বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। তিনি বলেন, 'মার্কিন নতুন বৈশ্বিক শুল্ক এবং দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তির বিষয়গুলো নিয়ে এখনই কোনো মন্তব্য করার সময় আসেনি। পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনার পরই পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।'

সচিবালয়ে গতকাল ব্যবসায়ী প্রতিনিধি ও অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে এক বৈঠক শেষে বাণিজ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। এ সময় বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী মো. শরীফুল আলম এবং বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমানসহ সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন।

খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিগত সরকার কিছুদিন আগে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যে বাণিজ্য চুক্তিটি করেছে, সে ব্যাপারে এখনো বলার মতো কোনো অবস্থা তৈরি হয়নি। আমরা দেখছি, এর পক্ষে-বিপক্ষে কী আছে। একটি চুক্তির পক্ষে-বিপক্ষে দুটি দিকই থাকবে, সেটা স্বাভাবিক। আমরা সেগুলো পর্যালোচনা করে দেখছি। এরপর করণীয় ঠিক করব।'

অন্তর্বর্তী সরকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে তড়িঘড়ি বা চুক্তির বিষয়গুলো গোপন করেছে কিনা, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'চুক্তিতে কিছু নন-ডিসক্লোজার এগ্রিমেন্ট (তথ্য প্রকাশ না করার চুক্তি) ছিল, সেটা চুক্তির আলোচনার সময়। তবে এ চুক্তিটা একটি সেনসেটিভ (সংবেদনশীল) ইস্যু ছিল। যাদের সঙ্গে চুক্তি সে দেশটাও আমাদের জন্য সেনসেটিভ। বিভিন্ন কারণেই এ বিকাশমান পরিস্থিতিতে অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো মন্তব্য করা ঠিক হবে না।'

বাণিজ্যমন্ত্রী আরো বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের এ বিষয়টি আসলে এখনো বিকাশমান। যেটাকে আমরা ইংরেজিতে বলি 'ইভলভিং সিনারিও'। কারণ দেশটির সর্বোচ্চ আদালত আগের ধার্যকৃত ট্যারিফ মেইনটেইনেবল না বলে ঘোষণা করেছে। এরপর তারা সব দেশের জন্য প্রথমে ১০ শতাংশ, পরে ১৫ শতাংশ ট্যারিফ নির্ধারণ করেছে। আমরা বিভিন্ন মাধ্যমে শুধু ঘোষণা শুনছি, কিন্তু সরকারি পর্যায়ে এখনো লিখিত কিছু পাইনি। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী, ১২২ আইনি ব্যাখ্যায় যা আছে, তা ১৫০ দিনের মধ্যে দেশটির কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। ফলে সিনারিওটা আবারো আমি বলব ইভলভিং।'

শুল্ক ও চুক্তি বিষয়ে ব্যবসায়ীদের মন্তব্য প্রসঙ্গে খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেন, 'আমরা ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের ডেকেছি, অনেক বড় রেঞ্জের আলোচনার জন্য। চুক্তিসহ নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। কোন খাতের কী সমস্যা সেগুলো নিয়েও আলোচনা হয়েছে।'

বর্তমান দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি নিয়ে খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেন, 'বাণিজ্য মন্ত্রণালয় যেসব পণ্য আমদানি তদারকি করে, সেগুলোর দাম স্বাভাবিক রয়েছে বাজারে। তবে কিছু পণ্য একসঙ্গে অনেকে কেনায় দাম বেড়ে গেছে, এগুলো সবজি জাতীয়।'

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র ★ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ★ ঢাকা।

প্রথম আলো
26 FEB 2026

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি পর্যালোচনা দরকার

ব্যবসায়ী ও গবেষকদের পরামর্শ

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, ‘একটি চুক্তির পক্ষে-বিপক্ষে দুটি দিক থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। আমরা এগুলো পর্যালোচনা করব। এরপর করণীয় ঠিক করব।’

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাক্ষরিত পারস্পরিক বাণিজ্যচুক্তি পর্যালোচনা (রিভিউ) করতে হবে। কারণ, চুক্তির বিভিন্ন ধারা বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী। যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টও পাল্টা শুল্ক আরোপকে যে অবৈধ আখ্যা দিয়েছেন, সেটিও কাজে লাগানোর চিন্তা করা যায়। এ জন্য কৌশল নির্ধারণ করা জরুরি। কাজটি করতে হবে ধীরে-সুস্থে এবং পরিকল্পিতভাবে।

দেশের বিশিষ্ট শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও গবেষকেরা গতকাল বুধবার ঢাকায় সচিবালয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বৈঠক করে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে হওয়া বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে এসব পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রের তুলা ব্যবহার করলে কীভাবে শূন্য শুল্ক পাওয়া যাবে, তা-ও পরিষ্কার হওয়া দরকার। এমনকি এই চুক্তি কীভাবে হলো, তা-ও খোলাসা করা দরকার।

বৈঠকে সরকারের দিক থেকে বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আবদুল মুক্তাদির, বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী মো. শরীফুল আলম ও বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরোপিত পাল্টা শুল্ক অবৈধ ঘোষণা করেছেন। এর জবাবে তিনি নতুন বৈশ্বিক শুল্ক আরোপের নির্দেশ দিয়েছেন প্রথমে ১০ শতাংশ, পরে ১৫ শতাংশ। এই শুল্ক এবং দেশটির সঙ্গে বাংলাদেশের সই করা বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে করণীয় কী হবে, তা নিয়েই অংশীজনদের সঙ্গে গতকাল বৈঠক করা হয়।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, ‘বিদায়ী অন্তর্বর্তী সরকার ৯ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যে পারস্পরিক বাণিজ্যচুক্তি করেছে, সে ব্যাপারেও এখনো বলার মতো অবস্থা তৈরি হয়নি। আমরা দেখছি যে এর পক্ষে-বিপক্ষে কী আছে। একটি চুক্তির পক্ষে-বিপক্ষে দুটি দিক থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। আমরা এগুলো পর্যালোচনা করব। এরপর করণীয় ঠিক করব।’

বৈঠকে অংশ নেন ঢাকা চেম্বারের সভাপতি তাসকিন আহমেদ। যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ‘চুক্তি যেহেতু হয়েই গেছে এবং দেশটিও

> **এটা সত্যি যে চুক্তিটিতে বাংলাদেশের স্বার্থ পুরোপুরিভাবে সংরক্ষিত হয়নি; বরং এতে কিছু উদ্বেগজনক ধারাও আছে।**
>
> **সেলিম রায়হান**, নির্বাহী পরিচালক, সানেম

যুক্তরাষ্ট্র, হুট করে কিছু করা যাবে না। যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের রায়ের আগে আমাদের মতো অনেক দেশ একই ধরনের চুক্তি করেছে। আমরা এখন দেখতে পারি যে তারা কী ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে। আমাদের পরিকল্পিতভাবে এগোতে হবে।’

শূন্য শুল্ক নিয়ে ধোঁয়াশা

বৈঠকের পর গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) নির্বাহী পরিচালক সেলিম রায়হান *প্রথম আলোকে* বলেন, ‘এটা সত্যি যে চুক্তিটিতে বাংলাদেশের স্বার্থ পুরোপুরিভাবে সংরক্ষিত হয়নি; বরং এতে কিছু উদ্বেগজনক ধারাও আছে। যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছেন, তাকে কাজে লাগিয়ে আমরা কোনো সুযোগ নিতে পারি কি না, সেই চেষ্টাও করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের তুলার ব্যবহার ও বিপরীতে শূন্য শুল্ক নিয়ে বড় ধরনের ধোঁয়াশা আছে। চুক্তি পর্যালোচনা করে এগুলো পরিষ্কার করা দরকার।’

চুক্তি করার প্রক্রিয়া নিয়ে বৈঠকে প্রশ্ন তুলেছেন বলে *প্রথম আলোকে* জানান সেলিম রায়হান। তিনি বলেন, ‘প্রক্রিয়া নিয়ে কথা বলেছি এ কারণে যে এটা থেকে শিক্ষা নিতে হবে। ভবিষ্যতে একই জাতীয় চুক্তি করার ক্ষেত্রে যেন প্রশ্ন না ওঠে, সেটা হচ্ছে চাওয়া।’

বাণিজ্যমন্ত্রী আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী, ১৫০ দিনের মধ্যে দেশটির কংগ্রেসের কাছ থেকে অনুমোদন নিতে হবে।’

চুক্তি কি তড়িঘড়ি করা হয়েছিল

অন্তর্বর্তী সরকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তির বিষয়গুলো গোপন করেছে ও তড়িঘড়ি করে চুক্তি করেছে কি না—সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, ‘চুক্তির আলোচনার সময় নন-ডিসক্লোজার অ্যাগ্রিমেন্ট (এনডিএ) ছিল, তবে এ চুক্তিতে সংবেদনশীল বিষয় ছিল। যাদের সঙ্গে চুক্তি, দেশটাও আমাদের জন্য অনেক সংবেদনশীল। ফলে নানা কারণেই এই পরিস্থিতিতে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত মন্তব্য করা ঠিক হবে না।’

বৈঠকের পর বাংলাদেশ নিট পোশাক উৎপাদক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম *প্রথম আলোকে* বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তির একটা ভালো দিক হচ্ছে দেশটির তুলা ব্যবহার করে উৎপাদিত তৈরি পোশাক রপ্তানিতে পাল্টা শুল্ক শূন্য হবে। এ জন্য কী কী শর্ত মানতে হবে, সেটি জানা দরকার। তৈরি পোশাক খাতের জন্য মার্কিন চুক্তি যদি দেশের জন্য ভালো না হয়, তাহলে সেটি পুনর্বিবেচনা করার অনুরোধ করেছি বৈঠকে।’

বৈঠকে আরও যাঁরা অংশ নিয়েছেন

বৈঠকে এফবিসিসিআইয়ের প্রশাসক আবদুর রহিম খান ও সাবেক সভাপতি মীর নাসির হোসেন, বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান, মেট্রো চেম্বারের সভাপতি কামরান টি রহমান, বিটিএমএর সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল, বাংলাদেশ চেম্বারের সভাপতি আনোয়ার-উল-চৌধুরী, ওষুধ শিল্প সমিতির সভাপতি আবদুল মুক্তাদির, সিরামিক উৎপাদক ও রপ্তানিকারক সমিতির সভাপতি মইনুল ইসলাম, হিমায়িত খাদ্য রপ্তানিকারক সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ শাহজাহান চৌধুরী প্রমুখ।

আরও উপস্থিত ছিলেন মেঘনা গ্রুপের চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল, ট্রান্সকম গ্রুপের সিইও সিমিন রহমান, সিটি গ্রুপের পরিচালক শম্পা রহমান, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্টের (র‍্যাপিড) চেয়ারম্যান এম এ রাজ্জাক।

দ্রব্যমূল্য ও চাঁদাবাজি প্রসঙ্গ

বর্তমান দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি নিয়ে মন্ত্রী বলেন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় যেসব পণ্য আমদানি তদারকি করে, সেগুলোর দাম বাজারে স্বাভাবিক রয়েছে। তবে কিছু পণ্য একসঙ্গে অনেকে কেনার কারণে দাম বেড়েছে। সেগুলো অবশ্য সবজিজাতীয়। তিনি বলেন, রমজানের শুরুতে অনেকে একসঙ্গে এক মাসের বাজার করেন। বিক্রেতারাও পরিস্থিতি ও শূন্যতার সুযোগ নেন। ৪০-৫০ টাকার লেবু ১২০ টাকা হয়ে গেছে ওই পরিস্থিতিতে। এরপর কিন্তু ঠিকই আবারও আগের দামে ফিরে এসেছে।

চাঁদাবাজি-সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, ‘চাঁদাবাজি বন্ধে এত দিন বিভিন্ন সরকার আশ্বাস দিলেও কাজ হয়নি। অপেক্ষা করুন, আমরা কাজ করে দেখাব।’

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

সমকাল

26 FEB 2026

যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক ইস্যু নিবিড় পর্যবেক্ষণ করছে সরকার

ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বৈঠক

- আরও পর্যবেক্ষণের আহ্বান উদ্যোক্তা রপ্তানিকারকদের
- তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত না নেওয়ার পরামর্শ গবেষক ও অর্থনীতিবিদদের

> যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে করা চুক্তি পর্যালোচনা শেষে করণীয় ঠিক করা হবে। জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েই পদক্ষেপ নেওয়া হবে
>
> **বাণিজ্যমন্ত্রী**

সমকাল প্রতিবেদক

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্ক নিয়ে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে সরকার। দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ সুরক্ষায় পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও আমদানি শুল্ক ইস্যুতে তড়িঘড়ি কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না। বরং জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েই পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

গতকাল বুধবার ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে বৈঠক শেষে বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আবদুল মুক্তাদির সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত বৈঠকে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী শরিফুল আলম এবং বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও আমদানি শুল্ক ইস্যুতে তড়িঘড়ি কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না। বরং জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে ধাপে ধাপে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তিনি বলেন, 'অন্তর্বর্তী সরকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যে চুক্তি করেছে, তা একটি সংবেদনশীল ইস্যু ছিল। যাদের সঙ্গে চুক্তি, সেই দেশটাও আমাদের জন্য অনেক সেনসেটিভ। বিভিন্ন কারণেই এই বিকাশমান পরিস্থিতিতে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত মন্তব্য করা ঠিক হবে না। যুক্তরাষ্ট্রের নতুন বৈশ্বিক শুল্ক এবং দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তির বিষয়গুলো নিয়ে এখনই কোনো মন্তব্য করার সময় আসেনি। পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনার পরই পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান শুল্ক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপট তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, সেখানে পরিস্থিতি এখনও পরিবর্তনশীল। তিনি বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত আগের ধার্যকৃত শুল্ক মেইনটেইনেবল নয় বলে ঘোষণা করেছেন। এরপর দেশটি সব দেশের জন্য ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের নির্দেশ দিয়েছে। আমরা বিভিন্ন মাধ্যমে শুধু ঘোষণা শুনছি, কিন্তু সরকারি পর্যায়ে এখনও লিখিত কিছু পাইনি। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী ১২২ আইনি ব্যাখ্যায় যা আছে, তা ১৫০ দিনের মধ্যে দেশটির কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

বিগত সরকারের সই করা বাণিজ্য চুক্তির বিষয়ে আবদুল মুক্তাদির বলেন, 'এই চুক্তির ব্যাপারে এখনও বলার মতো কোনো অবস্থা তৈরি হয়নি। আমরা দেখছি এর পক্ষে-বিপক্ষে কী আছে। একটি চুক্তির পক্ষে-বিপক্ষে দুটি দিকই থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। আমরা সেগুলো পর্যালোচনা করে দেখছি। এরপর করণীয় ঠিক করব।'

তিনি বলেন, এ বিষয়ে এখনও সরকার কোনো চূড়ান্ত অবস্থান নেয়নি। চুক্তির বিভিন্ন ধারা রয়েছে। কোনো ধারা পক্ষে যেতে পারে, কিছু বিপক্ষে যেতে পারে। সবকিছু একতরফাভাবে ইতিবাচক বা নেতিবাচক নয়। সরকার এখন প্রতিটি ধারা পর্যালোচনা করছে। বিশ্লেষণ শেষে করণীয় নির্ধারণ করা হবে।

তিনি আরও বলেন, কোনো চুক্তি স্বাক্ষরের পর তা বলবৎ হওয়ার আগে বেশ কিছু আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়। চুক্তি নিয়ে নন-ডিসক্লোজার এগ্রিমেন্ট প্রসঙ্গে তিনি ব্যাখ্যা করেন, এটি ছিল আলোচনাকালীন সময়ের জন্য। আলোচনার সময় নির্দিষ্ট তথ্য প্রকাশে সীমাবদ্ধতা থাকাই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে পরামর্শ সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, তাঁর জানা মতে চুক্তি স্বাক্ষরের আগে দলীয়ভাবে বিএনপির সঙ্গে কোনো আনুষ্ঠানিক কনসালটেশন হয়নি।

অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের পরামর্শ

বৈঠক সূত্র জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক ইস্যুতে অন্য দেশগুলো কী পদক্ষেপ নেয় সে বিষয়ে নজর রেখে পরিস্থিতি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন অর্থনীতিবিদ এবং গবেষকরা। তারা বলেছেন, তড়িঘড়ি করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে না।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন গবেষণা সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্টের (র‍্যাপিড) চেয়ারম্যান ড. আব্দুর রাজ্জাক। জানতে চাইলে তিনি সমকালকে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্ক পরিস্থিতিতে সরকারকে সতর্ক ও বিবেচনাপ্রসূতভাবে এগোনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ট্যারিফ হার দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে, তাই তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত না নিয়ে পরিস্থিতি ভালোভাবে বিশ্লেষণ করা জরুরি।

তিনি বলেন, মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ বাতিল করলেও মূল চুক্তি বহাল রয়েছে, ফলে বিষয়টি জটিল। চুক্তি বাস্তবায়নে আইনি ও কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রয়োজন হতে পারে। যে কোনো পর্যালোচনা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় করতে হবে। কারণ বিষয়টি কেবল বাংলাদেশের একতরফা সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করবে না। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট ও যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানও বিবেচ্য।

বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি নিয়ে তাৎক্ষণিক ব্যাখ্যা চাওয়ার বদলে পরিস্থিতি আরও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের পক্ষে মত দেন ব্যবসায়ী নেতারা। তাদের মতে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। তাই সামগ্রিক বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়াই হবে যুক্তিযুক্ত।

ব্যবসায়ীরা উল্লেখ করেন, যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত পাল্টা শুল্ককে অবৈধ ঘোষণা করায় বিশ্ববাণিজ্যে এর প্রভাব বিস্তৃত হতে পারে। সে ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্য দেশের মতো বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও একই নীতির প্রতিফলন ঘটতে পারে। দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে খাত-সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী ও অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা করে একটি পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রস্তুতের প্রস্তাব দিয়েছেন তারা।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ তৈরি পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিকারক ব্যবসায়ীদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বলেন, মার্কিন চুক্তির বিষয়টি এখনও পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। তাই এই মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে কোনো ব্যাখ্যা না চেয়ে পরিস্থিতি আরও কিছুদিন পর্যবেক্ষণ করাই যুক্তিযুক্ত। মার্কিন শুল্কনীতির সিদ্ধান্ত ঘন ঘন পরিবর্তিত হচ্ছে। ফলে চূড়ান্ত অবস্থান পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত ধীর ও সতর্ক কৌশল নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সার্বিক পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা চলছে।

The Business Standard

26 FEB 2026

BTMA seeks clarity to operationalise US-Bangladesh zero-tariff textile deal

TRADE – BANGLADESH

TBS REPORT

The Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) has sought structured consultations and policy clarifications to operationalise Article 5.3 (Textiles) of the recently signed US-Bangladesh agreement, saying the deal could significantly expand imports of American cotton while boosting apparel exports to the United States.

In a letter to Dr Gary Adams, president and CEO of the National Cotton Council of America, on 18 February, BTMA said the 9 February agreement provides conditional zero reciprocal tariff access for textile and apparel exports to the US, linked to imports of US raw cotton and man-made fibre.

BTMA, which represents 1,873 mills with cumulative investments exceeding $23 billion, said US cotton accounted for around 10% of Bangladesh's total cotton imports in 2025. It sees scope to increase that share four to five times in the near term.

At full capacity, Bangladesh's annual raw cotton requirement would reach about 16 million bales, compared to the current effective demand of roughly 8 million bales, the letter said.

The association argued that the framework would create "mutual benefits", enhancing the competitiveness of Bangladeshi apparel in the US market, strengthening sourcing options for US retailers, and ensuring a "captive and expanding market" for American cotton producers, as eligibility for zero tariffs would require the use of 100% US cotton.

However, BTMA sought clarification on several operational issues.

These include eligibility rules for blended yarns containing synthetic fibres, and treatment of recycled cotton used in denim production, where traceability of recycled content is challenging. It requested consideration of a policy waiver for recycled components.

On the proposed cap mechanism, BTMA suggested that export eligibility be set at five to six times the value of US cotton imports, noting that $1 worth of cotton typically translates into $5-6 in FOB apparel exports.

It also sought clarity on whether the cap would be allocated nationally on a first-come basis or company-wise, linked to actual cotton imports.

For certification, BTMA recommended using the US Cotton Trust Protocol, proposing a temporary transitional waiver while enhanced traceability systems are developed.

The association said it is advising members to prioritise US cotton use and is preparing to establish a dedicated bonded warehouse facility for American cotton.

A BTMA delegation is expected to visit the US soon to engage policymakers and industry stakeholders.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Business Standard

26 FEB 2026

US trade deal under review; no comment yet on new tariff: Commerce minister

TRADE - DHAKA

TBS REPORT

The government is reviewing the trade agreement signed with the United States by the previous interim administration, Commerce Minister Khandakar Abdul Muktadir said, adding that it is not yet time to comment on the US reciprocal tariff and related issues.

A decision on the next course of action will be taken after the review, he said yesterday while briefing reporters following a meeting with business leaders and economists at the Secretariat.

He said the agreement signed by the interim government with the United States was a sensitive issue, and the country involved is also important for Bangladesh.

"In this evolving situation, it would not be appropriate to make any unintended remarks," he said.

The United States Supreme Court has declared illegal the reciprocal tariffs imposed by President Donald Trump. In response, he directed the imposition of a new 10% global tariff.

The Ministry of Commerce held the meeting to determine the next course of action regarding the tariffs and the trade agreement.

State Minister for Commerce Md Shariful Alam, Commerce Secretary Mahbubur Rahman, senior government officials, and business representatives attended the meeting.

The minister said the US tariff issue remains evolving. "The US Supreme Court has declared the previously imposed tariffs not maintainable, and a 10% tariff has since been imposed on all countries," he said.

"We are hearing announcements through various channels but have not received anything in writing through official means. Under Section 122 of US law, the measures must be approved by the US Congress within 150 days. Beyond that, whatever we are seeing is on television. No official documents have reached us. So I would again say the scenario is evolving," he added.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Financial Express

26 FEB 2026

BTMA seeks clarity on zero tariff clause for US cotton-made garments

FE REPORT

Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) sought clarification on some provisions of a clause in an agreement between Dhaka and Washington that provides conditional zero reciprocal tariff access for garments made using American cotton and manmade fibre.

On February 18, BTMA President Showkat Aziz Russel in a letter to President and CEO of National Cotton Council of America, Dr Gary Adams, made the request aiming to ensure smooth implementation and mutual benefits.

The trade body that represents 1,873 mills with cumulative investments exceeding $23 billion, also said the deal could significantly expand imports of American cotton while boosting apparel exports to the United States.

It noted that US cotton accounted for around 10 per cent of Bangladesh's total cotton imports in 2025 and added that there is an opportunity to increase that share four to five times in the near term.

The BTMA further sought the Council's support in facilitating constructive engagement with relevant US authorities, including cotton producers, trade bodies, apparel importers associations and industry leaders, to operationalise Article 5.3 (textile) in a practical and mutual beneficiary manner.

Among the issues flagged were eligibility criteria for synthetic fibre components under article 5.3 and consideration of a policy waiver for recycled components, saying traceability of recycled content used in denim production is challenging.

On the proposed cap mechanism, the BTMA suggested setting export eligibility at five to six times the value of US cotton imports, noting that $1 worth of cotton typically translates into $5-6 in FOB apparel exports.

It also sought clarity on whether the cap would be allocated nationally on a first-come basis or company-wise linked to actual cotton imports.

For certification, BTMA recommended using the US Cotton Trust Protocol, proposing a temporary transitional waiver for facilitating an effective kick-start of the programme.

Munni_fe@yahoo.com

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

What US tariff ruling means for Bangladesh

MOHIUDDIN RUBEL

This roller coaster began on April 2, 2025, when the United States imposed broad reciprocal tariffs under emergency powers. It seemed to stabilise on February 9, 2026 with a reciprocal trade agreement with Bangladesh. The drama returned on February 20, when the US Supreme Court, in a 6 to 3 decision in Learning Resources, Inc. v. Trump, struck down Trump's IEEPA based tariffs. For a moment, relief from higher duties appeared possible. Within hours, the White House moved to keep most tariffs in place under a different legal route.

The court ruled that IEEPA does not authorise broad, across the board tariffs. Setting tariffs is primarily the responsibility of Congress, not something a president can do by declaring an economic emergency. Importers such as Learning Resources argued that the president had exceeded what Congress intended, and they prevailed. The administration had anticipated the setback and was ready to pivot.

On the same day, it unveiled a two-track approach: a short-term bridge and a longer-term plan.

Under Section 122 of the 1974 Trade Act, the president can impose a temporary import surcharge of up to 15 percent for no more than 150 days, unless Congress extends it. A 10 percent global surcharge took effect on February 24, 2026 and can remain until around July 24 unless ended earlier. That deadline is now a key pressure point in negotiations.

For the longer term, Washington is shifting to Section 301 as the main legal basis for more durable, targeted tariffs. This relies on investigations and keeps Section 232 security tariffs, anti-dumping duties and safeguards in play. When Section 122 authority expires, countries without new agreements may not see tariffs fall. They could instead face longer term Section 301 rates of 25 to 50 percent, alongside other remedies. The present 10 percent surcharge is therefore a temporary bridge, not a settlement.

Washington first used IEEPA for speed, avoiding lengthy Section 301 investigations while holding that option in reserve to press for early deals. After the Supreme Court dismantled that approach, the United States did not retreat from tariffs. It signalled that once Section 122 ends, Section 301 will take centre stage.

For Bangladesh, the earlier agreement has not yet been implemented, and several steps remain before it takes effect. Its future is uncertain. In the short term, Bangladesh is likely to face the 10 percent global tariff for the full 150 days. After that, a fresh negotiation could deliver improved terms. If no deal is activated, Bangladesh risks higher, longer-term Section 301 tariffs, potentially above the earlier 19 percent rate, along with other trade remedies.

Washington will seek to secure protection for its firms and supply chains. Dhaka will aim for more flexible commitments than those in the previous understanding. It is also likely that the United States will expect compliance with previously agreed terms, including the 19 percent tariff under the initial deal.

The United States remains Bangladesh's largest single-country export market, built on a long and mutually beneficial trade relationship. Any dispute should be resolved through dialogue and compromise to preserve trust, protect market access and safeguard long-term prospects.

If space remains for renewed negotiation, Bangladesh could pursue a three-pillar strategy to move from low-cost supplier to strategic partner.

The Daily Star

26 FEB 2026

struck down Trump's IEEPA based tariffs. For a moment, relief from higher duties appeared possible. Within hours, the White House moved to keep most tariffs in place under a different legal route.

The court ruled that IEEPA does not authorise broad, across the board tariffs. Setting tariffs is primarily the responsibility of Congress, not something a president can do by declaring an economic emergency. Importers such as Learning Resources argued that the president had exceeded what Congress intended, and they prevailed. The administration had anticipated the setback and was ready to pivot.

On the same day, it unveiled a two-track approach: a short-term bridge and a longer-term plan.

Under Section 122 of the 1974 Trade Act, the president can impose a temporary import surcharge of up to 15 percent for no more than 150 days, unless Congress extends it. A 10 percent global surcharge took effect on February 24, 2026 and can remain until around July 24 unless ended earlier. That deadline is now a key pressure point in negotiations.

For the longer term, Washington is shifting to Section 301 as the main legal basis for more durable, targeted tariffs. This relies on investigations and keeps Section 232 security tariffs, anti-dumping duties and safeguards in play. When Section 122 authority expires, countries without new agreements may not see tariffs fall. They could instead face longer term Section 301 rates of 25 to 50 percent, alongside other remedies. The present 10 percent surcharge is therefore a temporary bridge, not a settlement.

Washington first used IEEPA for speed, avoiding lengthy Section 301 investigations while holding that option in reserve to press for early deals. After the Supreme Court dismantled that approach, the United States did not retreat from tariffs. It signalled that once Section 122 ends, Section 301 will take centre stage.

For Bangladesh, the earlier agreement has not yet been implemented, and several steps remain before it takes effect. Its future is uncertain. In the short term, Bangladesh is likely to face the 10 percent global tariff for the full 150 days. After that, a fresh negotiation could deliver improved terms. If no deal is activated, Bangladesh risks higher, longer-term Section 301 tariffs, potentially above the earlier 19 percent rate, along with other trade remedies.

Washington will seek to secure protection for its firms and supply chains. Dhaka will aim for more flexible commitments than those in the previous understanding. It is also likely that the United States will expect compliance with previously agreed terms, including the 19 percent tariff under the initial deal.

The United States remains Bangladesh's largest single-country export market, built on a long and mutually beneficial trade relationship. Any dispute should be resolved through dialogue and compromise to preserve trust, protect market access and safeguard long-term prospects.

If space remains for renewed negotiation, Bangladesh could pursue a three-pillar strategy to move from low-cost supplier to strategic partner.

First, cotton apparel reciprocity: use US cotton in apparel production in exchange for zero tariffs on those garments. This would support US farmers and return higher-value apparel to the US market, while giving Bangladesh a competitive edge. Second, calibrated managed trade: targeted and economically justified purchase commitments, such as aircraft or LNG, to help narrow the trade deficit and deepen interdependence, without exceeding fiscal limits. Third, geopolitical alignment: secure ports and digital infrastructure with US-aligned technology, strengthening the relationship into a broader strategic partnership and reducing the risk of future trade shocks.

The writer is a former director of BGMEA and additional managing director at Denim Expert Ltd. He can be reached at mohiuddinrubel@gmail.com

The Daily Star

26 FEB 2026

The Daily Star

26 FEB 2026

Bangladesh's share in US apparel market rises to 10.53%

REFAYET ULLAH MIRDHA

Bangladesh expanded its footprint in the United States apparel market to 10.53 percent in 2025, up from 9.26 percent a year earlier, as American buyers shifted orders away from China, according to official data.

US retailers and brands imported garments worth $77.88 billion from across the world last year, according to the Office of Textiles and Apparel (OTEXA) under the US Department of Commerce.

Of that total, Bangladesh supplied $8.20 billion, strengthening its position as the third-largest apparel exporter to the US market.

In 2025, Vietnam emerged as the largest garment exporter to the American market, overtaking China. It shipped readymade garment items worth $16.74 billion, capturing a 21.50 percent market share.

China, which led the market in 2024 with a 20.83 percent share, saw its position weaken abruptly. Its share fell to 13.66 percent in 2025, with exports totalling $10.64 billion, according to OTEXA data.

China's decline is largely linked to punishing tariffs imposed by US President Donald Trump last year.

The United States is the largest single-nation export market for Bangladeshi apparel items. Bangladesh's performance in the American market marks a steady recovery and gradual expansion over the past few years.

Its market share stood at 9.37 percent in 2023 and 9.74 percent in 2022. The figure dropped to 8.76 percent in 2021 as exports were hit by the severe fallout from the Covid-19 pandemic.

The latest gain signals growing demand for Bangladeshi garments in the US market at a time of shifting sourcing strategies among global brands.

Industry leaders expect further growth if trade conditions remain favourable. The Trump administration has lowered the reciprocal tariff to 10 percent after a US court ruling, a move that could ease cost pressures in the US market.

"The lowering of the tariff will reduce the prices of commodities in the American markets, and the buyers will purchase more commodities such as garment items and ultimately the supply of locally made garments to the American market will grow in future," said Mahmud Hasan Khan, president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA).

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো